দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 20 MAR 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

এমাজউদ্দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ প্রেসিডেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের চ্যান্সেলর গতকাল (শুক্রবার) ভারপ্রাপ্ত ভিসি ড: এমাজ উদ্দীন আহম্মেদকে ৪ বছরের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসাবে

(১১শ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

এমাজউদ্দীন

(১ম পৃ: পর)

নিয়োগ করিয়াছেন। গত বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে এক নির্বাচনের মাধ্যমে ৩ সদস্যের একটি ভিসি প্যানেল প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এই নির্বাচনে প্রফেসর এমাজ উদ্দীন আহমেদ সর্বোচ্চ ভোট পান। চ্যান্সেলর এই প্যানেল হইতে তাঁহাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসাবে নিয়োগ করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা সেনেগালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার পর ভিসির পদটি খালি হওয়ায়, চ্যান্সেলর গত বছরের পহেলা নভেম্বর প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদকে ভারপ্রাপ্ত ভিসি হিসাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

ড: এমাজউদ্দীন আহমেদ ১৯৩২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ এবং ১৯৬১ সালে ইংরাজী বিভাগ হইতে এম, এ পাশ করেন। তিনি ১৯৭৭ সালে কানাডার কুইনস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পি,এইচ,ডি, ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৭ সালে বাগেরহাট পিসি কলেজে তাহার শিক্ষকতা জীবন শুরু হয়। নীলফামারী কলেজ, রংপুর কলেজ ও চুয়াডাঙ্গা কলেজের প্রিন্সিপাল হিসাবে তিনি বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সালে রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের সিনিয়র লেকচারার হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯৮৬ সালের ১৩ই সিডেম্বর হইতে ৪ বছর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ছিলেন। ইহাছাড়াও তিনি বিভাগীয় চেয়ারম্যানের পদ হইতে শুরু করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, হলের প্রভোষ্ট, সিনেট, সিণ্ডিকেট এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য হিসাবেও দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। একজন লেখক হিসাবেও তিনি জনপ্রিয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ২২।

ভিসি হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার পর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়া প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমেদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের একটি বড় অংশের আস্থার কারণে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসাবে নিয়োগ পাইয়াছি। আমি চাই প্রাণপ্রিয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন সুন্দর ও মধুময় হউক। গবেষণা ও শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য আরও বৃদ্ধি পাক। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা অবশ্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ও অতীত ঐতিহ্য রক্ষা করিব।